রাণীমাকে ছমিনুল চাচার খোলা চিঠি

দিলীপ বাগচী

অতএব ছমিনুল চাচা 'বিক্ষুব্ধ' হইয়া গেল । কিন্তু 'প্রতিবাদী চেতনা'র পাঠক-পাঠিকারা তো আবার ছমিনুল চাচাকে চেনেন না । চাচা নদীয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার কালান্তর এলাকার লোক । চাচার রাজনৈতিক অবস্থান তরল পদার্থের ন্যায়, যখন যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের নিখুঁত আকার ধারণ করে । অবশ্য এ বিষয়ে চাচার নিজস্ব যুক্তি অকাট্য, ''আমি হলাম গরমেন্টাল পার্টির লোক । য্যামুন কিনা ভেতু কুমড়ু (চাল কুমড়ো) - চালের গোড়ে (ঢাল) গোড় । এ্যাতো বড়ো গরমেন্টাল বার বার পার্টি পাল্টাইচে - এ্যাকবার বিটিশ, এ্যাকবার কংগেচ, এ্যাকবার ছিপিএন (সি পি এম) - কই ত্যাকুন কিচু বুলচিসনে, আর চাচা গরমেন্টের পেছতে পেছতে পার্টি পাল্টালি তুদের য্যাতো হাঁসাহাঁসি । খেমুতা (ক্ষমতা) থাকে তো যা, গরমেন্টালডা শক্ত খুঁটে বেঁদি (বেঁধে) আখ্ - যা !'' চাচার বয়সের হিসাবটিও জটিল গণিতে ভরা । চাচার ভাষায়, ''যিবার মুল্লাজীদের ইঁটের ভাঁটায় আগুন দিয়েলো, সিবার সেই ভাঁটার আগুন হোনে (থেকে) পেখম বিড়ি ধরিয়েলাম ।'' মোল্লাজীদের বাড়ী চাচাদিগের গ্রামের প্রথম পাকা বাড়ী যাহার প্রতিষ্ঠা প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে । এক্ষণে বাড়ী তৈয়ারীর প্রায় এক বৎসর পূর্বে সাধারণতঃ ইঁটের ভাঁটা পোড়ানো হয় । আবার, সাধারণ গ্রাম্য বালক সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসর বয়সে বিড়ি ধরিয়া থাকে । অতএব এই হিসাবে চাচার বয়স আশি ধরিলেও, চাচার মন খারাপ হইতে পারে আশঙ্কায়, 'বেনিফিট অব্ ডাউট' দিলে পঁচাত্তরের নীচে নামানো খুবই কষ্ট সাধ্য । চাচার পুষ্টি পরিবারের এন্তেকাল হইবার পর চাচা তৃতীয় পরিবার রূপে বাংলাদেশ হইতে 'ওকেয়া বিবি' (রোকেয়া বিবি)-কে ঘরে আনিয়াছেন । ওকেয়া বিবি বয়সে চাচার দৌহিত্রী অপেক্ষা সামান্য বড় হইত । কিন্তু চাচার কোনও কন্যা সন্তান না থাকায় সেই প্রশ্ন ওঠে না । তথাপি হাটের চায়ের দোকানের মালিক চনা বগী (চন্দ্রনাথ দাস বৈরাগ্য হইতে অপভ্রংশ), 'ছাইকেল হসপিটাল'-এর মালিক রজত খাপড়ি (রজত কাপুড়িয়া) ইত্যাদি পশ্চাৎপক্ক তরুণরা চাচার তরুণী ভার্যাকে 'চাচী বৌদি' নামে সম্বোধন করে । চাচাও কপট ক্রোধের প্রকাশসহ ঐ সম্বোধন মানিয়া লয় ।

চাচার পড়াশুনা দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশি অগ্রসর হয় নাই । পাঠশালার নিদ্রাবিলাসী শিক্ষক হাজারী পন্ডিতের (সে আমলে প্রাথমিক শিক্ষকরা গ্রামে -

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

'পন্ডিত' নামে সাধারণ পরিচয়ে ভূষিত হইতেন) বিড়ির কৌটা সরাইবার ফলে কয়েক সাট কঞ্চির বাড়ি খাইয়া চিরতরে লেখাপড়ায় 'তওবা' করিয়া ফিরিয়া আসে। তাই চাচা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানে, ইংরাজী ও বাংলায় সহি করিতেও পারে (পঞ্চায়েত প্রধান হইবার পর ইংরাজী সহিটি আঁকিতে শিখিয়াছেন)। চাচার তিন পক্ষের তিন পুত্র সন্তান বর্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলডাঙ্গার নিকট কোন গ্রামে 'ষাঁড়বাবু' (কৃত্রিম উপায়ে গো-প্রজনন কেন্দ্রের কর্মী) সরকারী কর্মচারী সমিতির মহকুমা স্তরের নেতা, আতএব বেতন গ্রহণের দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলি বাড়ীতেই কাটায়। মধ্যম পুত্র প্রাথমিক শিক্ষক এবং হাটে তাহার একটি চালু স্টেশনারী দোকান আছে। কনিষ্ঠ পুত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়া থাকে। ছমিনুল চাচা ভারতীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হদ্দমুদ্দ গুলিয়া খাইয়াছে। সে তাহার বাংলাদেশী কুটুম্ব-বন্ধু ও গ্রামের মৃত বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয় সহ চাচী-বৌদির আদরে পোষা খাসী 'কেলিম'-এর নাম পর্যন্ত ভোটার তালিকায় তুলাইয়াছে এবং তাহাদিগের ভোট পর্যন্ত দেওয়া করাইয়াছে। এ বিষয়ে চাচার ব্যাখ্যা হইল, ''যাদের এন্তেকাল হইচে তারা যাকে ভালবাসতুক, মান্যি কত্যুক বেঁচি থাকাকালে, মরার পর তারেই যতি (যদি) ভোট দেয়, তাহলি ক্ষেতিডা কি ? আর উপ্পারের (বাংলাদেশের) নোক তো সিদিন পজ্যুন্ত একই দেশের ছেল। তাপারে (তারপরে) মুনে কর, সে তো আমারই শ্বশুর বাড়ীর নোকজন-বন্ধু-বান্ধব। আমার আর আমার পাটির রসময়ে (অসময়ে) যদি তারা এসি ভুট দিয়া যায় তাতি অলেহ্য (অন্যায্য) কি হলু ?'' চাচা বিগত পঞ্চায়েতের আগের পঞ্চায়েতে চাচী বৌদির পেয়ারের খাসী 'কেলিম'কে 'জিদ করি' (পীড়াপীড়ি করিয়া) এক প্রকার প্রতিস্পর্ধা জানাইয়াই সদস্য পদে দাঁড় করাইয়া জিতাইয়াছিল। লোক জানাজানি হইবার পর যখন কেলেঙ্কারীর খবর উপর মহলে গেল তখন চাচা কইল, ''নোকে ভুট দিইচে পাটিরে, তা সে কেলিমই হোক আর ছেলিমই হোক। সেরম (সেরকম) হলি চিয়ার ছেদ্দিলিই (ছেড়ে দিলেই) হলু। শুদু তো খুর সই'র (টিপ সহির বদলে খাসীর ক্ষেত্রে খুর সহি) বেপার - উ সে সাদা কাগজে করাই আচে।'' দলের উপর মহলে চাচার এই সকল প্র্যাগম্যাটিস্ট কর্মকান্ডের খবর পঁহুছিলে জেলা নেতৃত্ব 'বিটিশ আমল হোনে ছিপিএন করা' কৌশলী চাচাকে দলের লোক্যাল কমিটির সদস্য পদে লইবার সুপারিশ করেন। তদবধি চাচা সেই পদেই আছে।

কিন্তু গোল বাধিয়াছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচন হইতে। চাচা যে কেন্দ্র হইতে জিতিয়াছিল সেটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় চাচী

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বৌদিদিকে সেই খানে মনোনয়ন দিয়া চাচাকে পঞ্চায়েত সমিতিতে দাঁড় করানো হইয়াছিল। চাচী বৌদিদি বিপুল ভোটে জয়লাভ করিলেও চাচা পরাজিত হইল। চাচার মন ও মান রক্ষার জন্য চাচী বৌদিদিকে গ্রাম প্রধান করা হইল। ইহাতে চাচার পৌরুষে বড় আঘাত লাগিল। তখন চাচা বায়না ধরিল যে তাহার প্রিয় 'মন্টি'কে পুলিশে চাকরী দেওয়া হউক। 'মন্টি' হইল চাচার প্রাণাধিক প্রিয় পোষা কুকুর। 'চনা ও অজত' বলে ওটি 'খৈক্ টেরিয়ার', অর্থাৎ পথকুক্কুরের শাবক। কিন্তু চাচা উহাকে 'ছেলাম আলেকুম', 'নাল ছেলাম', 'ইনক্লাব জিনাব্বাদ', ভেঙ্গি দাও গুঁড়িই দাও' ইত্যাদি নানা কসরৎ ও আওয়াজ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। অতএব চাচা গিয়া চাচী বৌদিদিকে কহিল, ''তোর কেলিমরে সিবার (সেইবার) মেম্বর কল্লাম, ইবার আমার মন্টিরে পুলিশের চাকরীর জন্যি নিকে দে। তা না হলি ... '' - চাচা এক ভয়ঙ্কর পরিণতির (তালাক-এর) ইঙ্গিত করিল। সামনে লোক্যাল কমিটির সম্মেলন। অফিসিয়াল প্যানেল জিতাইয়া আনিতে গেলে চাচার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। অতএব জেলা সম্পাদক ছুটিয়া আসিলেন। একপ্রকার কথোপকথন হইল :-

জেলা সম্পাদক - চাচা এমন অসম্ভব আব্দার করলে কি হয় ? পুলিশ-কুকুর হতে গেলে বিলাতি, মানে বিদেশী কুকুর হতে হবে। ট্রেনিং চাই। সে অনেক হ্যাপা। না হয় আপনার ছোট ছেলেকে একটা প্রাইমারী টীচারের চাকরী জোগাড় ক'রে দেব।

চাচা - বিটিশ দেশ ছেড়ি চলি গ্যাল, তা পারেও (তার পরেও) বিদেশীদিগে চাকরী দিতি হবে ক্যানে ? দেশের ছুঁড়ারা চাকরী পাইছে না, মাগ্‌লার-গুন্ডা হয়ি যাইচে, তেবুও কুকুরডা পজ্যন্ত বিলেত থেকি আনতি হবে ? সুমুন্দীরা পেইচেডা কি ?

বহুক্ষণ নানা যুক্তি তর্কেও চাচাকে বুঝান সম্ভব হইল না। শেষে চাচা বলিয়া বসিল, ''আমারে আর বুজুতি হবে না। যতি বোস তো বিলেতে পাটি শিকেচে, আর বাতকম্মে পচা গন্দ হলিও বিলেত ছোটে। নোকে (লোকে) বলে যতিবাবু বিলেত থেকি কোলকাতায় ডেলিপাষন্ডরী করে - শুনলি নজ্জায় মাতা নিচু হয়ি যায়। তা পুলিশ-কুকুর তো বিলেত হোনে আনতিই হবে ! সব বুজিচি - ন্যান্, এই থাকলু সুমুন্দীর পাটি।'' চাচা বিক্ষুব্ধ হইয়া গেল। চাচা অপমানিতের বেদনা লইয়া গম্ভীর মুখে বাড়ী গিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়া নিম্নোক্ত 'খোলা চিঠি'টির খসড়া করাইয়া আমাকে দেখাইতে আসিল। বলা বাহুল্য পত্রের ভাষায় নানা গোলমাল আছে। পত্রটি 'প্রতিবাদী চেতনা'র পাঠক পাঠিকাগণের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

মতামতের জন্য হুবহু দিলাম।

মহামহিম বিলাতের রাণী মা
বেগম এলিজাবেত কদমে পৌছে --

বহুৎ বহুৎ সেলামপূর্বক বান্দার কাতর নিবেদন এই যে, আপনারা এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে আপনাদের আমলের প্রজাবৃন্দ যে নিদারুণ কষ্টে ও বেইজ্জতিতে দিন কাটাচ্ছে তাহা বলিয়া শেষ করা জাই না। পঞ্চাশ বছর সাধিনতা হইল কিন্তু এর মধ্যে দেশ চোর-জোচ্চোর-বাটপারে ভরিয়া গেল। সকল নেতা এক একটি ভগ্নীর ভ্রাতা। দেশটাকে ডুবাইয়া দিচ্ছে। নিজেরা বাড়ি-গাড়ি-জমি-জায়গা ও আরো কত কি করে, আর শুধু সকলকে আরো কষ্ট করতে বলিতেছে।

মা জান, আপনাদের আমলেও আমরা খুব ভাল ছিলাম না, লাথি ঝাঁটা খাইতাম। বর্তমানের দেশী নেতারাও খেতো। তাই ভগ্নীর ভাইরা আমাদের সঙ্গে পিরীত দেখাত। যদিও আমি তখন আপনাদের ঝাঁটা লাথি খেয়েও আপনাদিকে ভক্তি করতাম। কারণ বাবুদিকেও আপনারা গাদতেন। আপনাদের মারের চোটে বাবুরা আমরা সমান ছিলাম। কিন্তু আপনারা গিয়া এই সব দিশী সায়েবদের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে গেলেন আরো অত্যাচার সইতে!

মা গো, এরা তো দেশটাকে নাকি আপনাদের কাছে বন্দোক দিয়েছে বলে শুনি। আপনাদের মন ভাল করার জন্য ফেরিওয়ালাদিকে তুলছে, আরো কত হেনস্তা করছে গরীব লোকদিগে। তাই দু'টি পায়ে ধরে বলছি - আপনাদের জমিদারী আবার আপনারা নিয়ে নেন। আমার আব্বাজান যে রাণীমার রাজত্তের কথা বলিত সেই রাজত্ত আবার ফিরিয়া আসুক। বাঁদরের দাঁত খিচানির চেয়ে রামের বানই ভাল। নায়েব গোমস্তার হাতে আর রাজত্ত রাখার দরকার নাই। আপনাদিকে খেদিয়ে যে ভুল করা গিয়াছে তার জন্য সাধিনতা দিবসে সাইরেনের ভোঁ বাজিয়ে দেশ শুদ্ধ আমার মতন সকলে কান ধরে পনেরো মিনিট উঠবোস করবো, ইনসাল্লা। আর কখনো সাধিনতার নাম মুখে আনব না, - তওবা ! তওবা ! তওবা ! আপনার বেটার বউয়ের অপঘাত মিত্যু হওয়ায় আমাদের খুব দুঃখু হয়েছে। শুনেছি আপনারেও দুঃখু দেখাতে হয়েছে। আপনার পুরানো জমিদারী এই হিন্দুস্থান, পাকিস্থান আর বাংলাদেশ নিয়ে নিলে সেই শোক ভুলে যাবেন। এদেশেও আর বিচ্ছন্যতাবাদ, উগরোবাদ, কাশ্মীরের লড়াই থাকিবে না। সবাই আপনার অধীন হইয়া যাবে। বছর বছর ভোট, রিগিং, এম এল এ, এম পি কিনা বেচা থাকবে না। বিদান সভায় মারামারিও থাকবে না। পাটাপাটি,

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বিখুবদো সি পি এম কংগ্রেস-বিজেপি কিছু থাকবে না । সবাই তখণ মায়ের ছেলে, রাণীমার প্রজা হয়ে আপনার আঁচোলের তলায় আছরয় পাবে । আপনার দু'টি পায়ে পড়ি রাণী মা - বিছমিল্লা বলে চলে আসুন, আমরা গেঁদা ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব ।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ -

কমঃ ছমিনুল মিঞা

এই পত্রটি ভাষা ও ব্যকরণগত ভুলগুলি বাদ দিয়া আর কোনও সংশোধন / সংযোজন প্রয়োজন আছে মনে করিলে পাঠক পাঠিকাবর্গ পত্রিকা সম্পাদককে জানাইলে চাচা পাইয়া যাইবে ।

[প্রতিবাদী চেতনা (নভেম্বর, ১৯৯৭)-র সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।